A-level
BENGALI

Paper 3 Listening Test Transcript

Friday 5 June 2020 Morning Time allowed: 2 hours 30 minutes

NOT TO BE OPENED UNTIL AFTER THE EXAMINATION

Enclosed is a copy of the transcript of the text of the Listening Test. This packet must not be opened until after the examination.

After the examination, the transcript should be kept for future use by teachers.

Section A

Listening Transcript

(Two minutes and 23 seconds: tracks 02–19)

Question 01 বাঙালির মঙ্গল শোভাযাত্রা

M1 সাবিনা, বাঙালির মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু বলো।

F1 পয়লা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রা বাংলা নববর্ষ বরণে আনে এক নতুন মাত্রা। শোভাযাত্রায় নজর কাড়ে মুখোশ ও নানা ধরনের চারুকর্ম যেমন পাখি, বাঘ, হাতি ও কুমিরসহ বিভিন্ন খেলনা। এই শোভাযাত্রার আয়োজনে কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়া হয় না। ঢাকায় এই শোভাযাত্রা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। বাঙালিদের পাশাপাশি এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে অনেক অবাঙালি। রফিক, এবার তুমি কিছু বলো।

M1 বাঙালির এই মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন বিশ্ব সংস্কৃতির একটি অংশ। জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো, এই মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সুরের তালে তালে নেচে গেয়ে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন বয়সী নানা স্তরের মানুষ এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তোমার কি কিছু বলার আছে অরুণা?

F2 হ্যাঁ, আমি বলতে চাই যে এই সর্বজনীন আনন্দ উৎসবে যোগ দেয় সব ধর্মের মানুষ। বাংলাদেশে এই শোভাযাত্রা কিন্তু সর্বপ্রথম হয়েছিলো যশোর শহরে। যা পরবর্তীতে ঢাকায় প্রতি বছর বড় পরিসরে আয়োজন করা হয়। এখন অবশ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা শুধুমাত্র বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক না থেকে একই আদলে দেশের প্রায় প্রতি জেলাশহরে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফুজ, এবার তোমার পালা। তুমি কিছু বলো।

M2 পৃথিবীর বিভিন্ন শহর যেমন কলকাতা ও লন্ডনেও এখন প্রতিবছর এমন শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এখন পৃথিবীর যেখানেই এই শোভাযাত্রার বিস্তার ঘটুক না কেন, এই উৎসব যে বাংলাদেশের নিজস্ব, তা বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে এই বিশেষ আয়োজনের উৎস বাংলাদেশ।

(Two minutes and 52 seconds: tracks 20 – 41)

Question 02 প্রযুক্তিনির্ভর পরিবহণ ব্যবস্থা

M1 বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহর ঢাকায়, যানজট এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে মোটরবাইক অনেকের কাছেই একটি সস্তা ও ঝামেলাবিহীন বাহন। ডিজিটাল যোগাযোগ আর বাইকের ব্যবহারের সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশে স্মার্টফোনভিত্তিক পরিবহণ অ্যাপ রাইড শেয়ারিং ইদানীং যাতায়াত ব্যবস্থায় দারুণ সাড়া ফেলেছে। রাইড শেয়ারিং-এর এমন উদ্যোগ রাজধানীবাসীর ভোগান্তি আর দুর্ভোগ অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। এই রাইডসেবা এখন ঢাকার বাইরের বড় শহরগুলোতেও চালু হয়েছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাঙালি তরুণদের উদ্যোগে গড়ে তোলা এই সেবায় অর্থ বিনিয়োগ করেছে বিদেশী ব্যবসায়ী সংস্থাও। শুরুতে রাইড শেয়ারিং যারা ব্যবহার করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আর চাকরিজীবী পুরুষেরাই বেশি ছিলেন। ঢাকার সড়কপথে নারীদের চলাচলের জন্য এখন নারী চালকদের পরিচালনায় একই ধরনের সেবা চালু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এর প্রচারণা চলছে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী চালকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আওতায় আনা হচ্ছে।

F1 ডিজিটাল বাংলাদেশে এসব অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ সেবা এখন অত্যন্ত ইতিবাচক। ধীরে ধীরে এটি মানুষের আস্থা অর্জন করছে। এই উদ্যোগ অনেক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অনেকে কাজের অবসরে বাইকে রাইডসেবা দিয়ে বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। রাইড শেয়ারিং-এর ভাড়াও তুলনামুলকভাবে সস্তা। শুরুতে অনেকেরই ধারণা ছিলো যে এ ধরনের বাইকে ভাগাভাগি করে চড়া বাঙালি সংস্কৃতির সাথে যায় না, তাই নেতিবাচক মনোভাবটাও ছিলো। নিরাপত্তার বিষয়টাও একটি বড় দুশ্চিন্তার বিষয় ছিলো। কিডন্যাপ বা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে কী না-এটা নিয়ে আশঙ্কা ছিলো মানুষের মনে। এখন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাইড ব্যবহারকারী ও রাইড প্রদানকারী উভয়কেই আগে থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিয়ে এই সেবা গ্রহণ করতে হয়। এসব তথ্যের তালিকা থাকার কারণে প্রয়োজনে সহজেই চালক ও আরোহীর পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়। আর বাইক চলাকালীন সময়ে এর অবস্থান জানার ব্যবস্থাও আছে। বাংলাদেশের তরুণদের জন্য এই প্রযুক্তিনির্ভর পরিবহণ সেবা দেশের এগিয়ে যাওয়ার এক অনন্য উদাহরণ।

Turn over ▶

(Two minutes and 6 seconds: tracks 42–56)

Question 03 ডিজিটাল সাক্ষরতা

M1 প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। বিগত বিশ বছরে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। সাক্ষরতার এই উচ্চ হার দেশটির অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। শুরুতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাক্ষর শব্দটির ভিন্ন অর্থ ছিলো। তখন যে ব্যক্তি নিজের নামের অক্ষরগুলো ব্যবহার করে স্ব-অক্ষর বা নাম লিখতে পারতো অর্থাৎ স্বাক্ষর দিতে জানতো, তাকে সাক্ষর বলা হতো। সাক্ষরতা শব্দটির সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞা না থাকলেও একসময় কোনো ব্যক্তির অক্ষরজ্ঞানকেই সাক্ষরতা হিসেবে মনে করা হতো। ১৯৪০ সালে লেখা ও পড়ার দক্ষতাকে সাক্ষরতা নির্ধারনে ব্যবহার করা হতো। ১৯৬০ সালে এর পরিধি বাড়িয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাধারণ হিসেব-নিকেশের দক্ষতার সংযোজন করা হয়। আশির দশকে কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষর হিসেবে উল্লেখ করতে হলে ব্যক্তিটিকে নিজের ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে, লিখতে এবং প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ হিসেব-নিকেশের দক্ষতা থাকতে হতো। একুশ শতকে সাক্ষরতার ধারণা অনেক প্রসারিত। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিকাশ সাক্ষরতাকে এনে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। এই সময়ের তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগের চাহিদার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে মানুষকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে ডিজিটাল সাক্ষরতার। সরকারের ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে 'ডিজিটাল সাক্ষরতা' এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তরুণদের অনেকেই এইক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠলেও মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার একটি বড় অংশ 'ডিজিটাল লিটরেসি' বা ডিজিটাল সাক্ষরতা না থাকায় কাজ-কর্মে, সামাজিক ও বৈশ্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ছে।

(Two minutes and 51 seconds: tracks 57–77)

Question 04 বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলন

M2 কথা বলছি বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের উদ্যোক্তা নার্গিসের সাথে। আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা নার্গিস, বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের শুরুর ইতিহাসটা আমাদেরকে একটু বলুন।

F2 এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এবার বলছি বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে। সেটা ছিল আশির দশকে। অপরিকল্পিত কল-কারখানা স্থাপন ও নগরায়নের ফলে বায়ুদূষণের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হলে বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, এই বিষয়গুলো তখন ছিলো ধারণাতীত। নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন সংগঠন ও পরিবেশবাদীরা পরিবেশ রক্ষায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং এই আন্দোলন তখন থেকেই জোরদার হয়। পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো এখন নিয়মিতভাবে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে।

M2 দাবী আদায়ের জন্য আপনারা কী ধরনের আন্দোলন করে থাকেন?

F2 আমরা বিশ্বাস করি যে শান্তিপূর্ণভাবে দাবী আদায় করা সম্ভব। যেসব প্রকল্প পরিবেশের উপর হুমকির সৃষ্টি করতে পারে সেসব প্রকল্পের বিরুদ্ধে সহিংসতা এড়িয়ে মানববন্ধন, প্রকল্প অভিমুখে পদযাত্রা এসব আন্দোলন করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাতে পারে এমন সব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ থেকে মামলা করেও আইনী লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয়।

M2 বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনাদের পরিবেশ আন্দোলনের সফলতা কতোটুকু?

F2 বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টায় বেশ কিছু ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। আমি প্রথমেই বলবো সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন পরিবেশ রক্ষা করা নিয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। শহুরে মানুষদের প্রকৃতিপ্রেম এখন অনেক প্রবল। ছাদকৃষি করে সবুজায়নে তাঁরা বিশাল ভূমিকা রাখছেন। সফলতার কথা উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করা, পরিবেশ দূষণ করে এমন যানবাহন যেমন 'টু-স্ট্রোক' ইঞ্জিনচালিত গাড়ি চলাচল ও বিষাক্ত পণ্যবাহী জাহাজের বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, ইত্যাদি।

M2 আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাদের পরিবেশ আন্দোলনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

F2 আমাকে এই অনুষ্ঠানে ডাকার জন্য আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

END OF SECTION A

Section C

Listening Transcript

(Three minutes and 2 seconds: tracks 78–97)

Question 06 ছাত্র রাজনীতি

F1 ইদানীং মেধাবী শিক্ষার্থীদের ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। অথচ একসময় বেশিরভাগ মেধাবী শিক্ষার্থীরাই ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। নানা বিষয়ের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁরা রাজনীতির কর্মকাণ্ডে জড়াতেন। তখন ছাত্রদের রাজনীতিতে ছিলো জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও অধিকার সচেতনতা। তাঁরা আগ্রহী ছিলেন দেশপ্রেমে, দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁরা আন্দোলন করতেন। অথচ বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটেছে ছাত্র রাজনীতির হাত ধরে। এ ভূখণ্ডের জন্মের সাথেও অবিছিন্নভাবে মিশে আছে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা। '৫২-র ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে আর সাফল্যে ছিলেন ছাত্রনেতারা। '৬২-র বিতর্কিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৬৬-র ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফা, '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, '৭০-র নির্বাচন, '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়সহ প্রতিটি ঐতিহাসিক বিজয়ে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীন বাংলাদেশে '৯০-এর গণ আন্দোলনেও ছাত্রদের গৌরবময় অবদান রয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার উপর কর প্রত্যাহার, চাকরিতে কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন করেছে ছাত্র সমাজ।

M2 বর্তমান সময়ে ছাত্র রাজনীতি তার চিরায়ত গণমুখী ঐতিহ্য বাদ দিয়ে দলীয় স্বার্থ নিয়ে বেশি তৎপর। তাই জনগণ ছাত্র রাজনীতিকে দেখছেন ভীতিকর নেতিবাচক দৃষ্টিতে। এক জরীপে দেখা যায় যে, ৮০ শতাংশের বেশি যুবক ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। এ সময়ের ছাত্রনেতারা অনেকেই নিয়মিত ছাত্র নয়। তাই শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করার চেয়ে এসব ছাত্রনেতারা দখলদারিত্ব, ক্ষমতা আর আর্থিক সুবিধা আদায় করা নিয়ে বেশি ব্যস্ত। রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার কারণে প্রায়ই ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। যদিও ছাত্র সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত, কিন্তু সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে। অনেক সময় শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে ছাত্রনেতাদের সহিংসতায়ও জড়াতে দেখা যায়।

END OF RECORDING

There are no questions printed on this page

There are no questions printed on this page

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2020 AQA and its licensors. All rights reserved.